তুরস্ক সমাচার

জটিল রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে তুরস্ক। সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগাম নির্বাচন। বিশ্লেষকরা মনে করছেন এবারের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে একটি ইসলামপন্থি দল... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

তুরস্কের সাম্প্রতিক দিনগুলো ভালো কাটছে না। ৭৭ বছর বয়স্ক রুগ্ন প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তাতে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষের' অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ভগ্নস্বাস্থ্য প্রধানমন্ত্রী বুলন্দ এসেভিট দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন। এ সময় তার কোয়ালিশনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা দেভলেত বাচেলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে অসুস্থতা শেষ পর্যন্ত তার নিজ দলের মধ্যেই ভাঙন সৃষ্টি করে। এসেভিটের ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল চেমসহ অন্য বেশ ক'জন মন্ত্রী এসেভিটকে অবসর নেয়ার পরামর্শ দেন। অন্যথায় আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আহ্বান জানান। অশীতিপর প্রধানমন্ত্রী এসেভিট দলীয় মন্ত্রীদের কথায় কান না দিয়ে ২০০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মেয়াদ পূর্তির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এর প্রতিবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেম ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হুসামেদ্দিন ওজকানসহ ছয় মন্ত্রী ও ৩০ সাংসদ বেরিয়ে আসেন এসেভিটের দল ছেড়ে। পরিণতিতে তিন দলীয় জোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় এসেভিটের ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টি।

হালফিল পার্লামেন্ট সদস্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ নবেম্বর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিগত বছরগুলোতে তুরস্ক যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট পাড়ি দিচ্ছে, একটা হুটহাট নির্বাচন তার কোনো সমাধান দেবে না।

অর্থনৈতিক সংস্কার আবশ্যক

তুরস্কের আজকের এ অবস্থার পেছনে অর্থনীতির দৈন্যদশা একটি বড় কারণ। ২০০ বিলিয়ন ডলার ঋণের নিচে চাপা পড়ে আছে দেশটি। অন্যদিকে কয়েক বছর যাবৎ মুদ্রাস্ফীতি কেবল বেড়েছে; এ বছরে ডিসেম্বর নাগাদ যা অর্ধেকে অর্থাৎ ৩৫ শতাংশে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ২০০১ সালে সুদ পরিশোধের আগে সরকারের ৬-৭ শতাংশ জিডিপি উদ্বৃত্ত ব্যাপক ঋণ উচ্চ সুদের হারের কারণে শেষ পর্যন্ত ১৬ শতাংশ ঘাটতিতে পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ স্বল্পমেয়াদি ঋণে সুদের হার গত বছর ছিল ৩০ ভাগ। বিপরীতে এ বছরের শুরুতে মজুরি হ্রাস পায় ১৭ ভাগ এবং সরকারি হিসেবে বেকারত্ব পৌঁছে ১১.৮ শতাংশে।

এমতাবস্থায় গত বছর কামাল দারভিসকে

মুসলিম বিশ্বে তুরস্কের নারীরা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে

অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী এসেভিট। এ সময় দারভিস বিশ্বব্যাংকে উঁচু পদে চাকরিতে ছিলেন। আইএমএফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পছন্দের লোক দারভিস পশ্চিমা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। গত ১৬ মাসে ক্যাবিনেটের অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও বড় বড় সংস্কারে হাত দেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন এবং লিরার মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটি বাজারের হাতে ছেড়ে দেন। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ব্যাপারে নজরদারি আরোপ করেন এবং নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থা করেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় অনেক ব্যাংক রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে ও পরে বিক্রি করে দেয়। ফলে বেসরকারি ব্যাংকিংয়ে স্বচ্ছতা ফিরে আসে।

এছাড়া লোকসানি সরকারি ব্যাংকগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেন দারভিস। পানীয় ও তামাক খাতে সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে তা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা, এয়ারলাইন্স শিল্প, তেল শোধনাগার থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দারভিসের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয় রাজনৈতিক কারণে। কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতা টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দারভিসের সংস্কারের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে বলেন, অর্থমন্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। এদিকে অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে দারভিস পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেও প্রেসিডেন্ট সেজার এবং সেনাবাহিনীর চাপে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন।

সঙ্গত কারণে তুর্কি অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি। অন্যদিকে দেশটি নগদ অর্থের জন্য যেসব পশ্চিমা সংস্থা বিশেষত আইএমএফের ঋণের ওপর নির্ভরশীল, প্রয়োজনীয় সংস্কার না সাধিত হলে তাদের ঋণ সাহায্য পাওয়া মুশকিল হবে। দারভিসের নিয়োগপ্রাপ্তির পর আইএমএফ একদফা ঋণ ছাড় করেছিল। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে আরও ১৬ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হওয়ায় তুরস্কের ঋণ প্রাপ্তিতে হয়তো সমস্যা হবে না; কিন্তু সত্যিকার সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হলে তুরস্কের কপালে যে আরও দুঃখ আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সমস্যার মূলে রাজনীতি

তুরস্কের সব সমস্যার মূলে রয়েছে রাজনীতি। দেশটির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈততার আধিক্য অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে।

গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে শক্তিশালী জেনারেলরা

প্রধানমন্ত্রী এসেভিটকে ঘিরে যত সমস্যা

সম্ভাব্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইসলামপন্থী এরদোগান

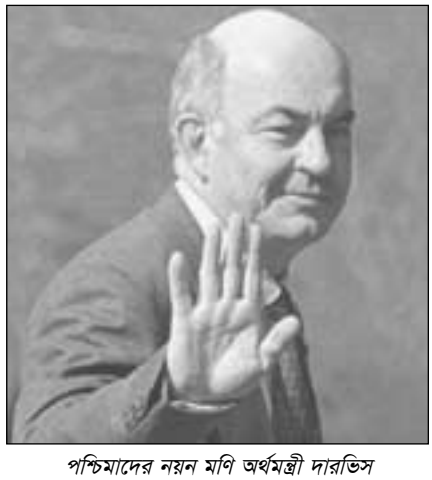

পশ্চিমাদের নয়ন মণি অর্থমন্ত্রী দারভিস

মুক্তবাজার অর্থনীতি, ইইউপন্থী ইউরোপপ্রেমী, রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী কিংবা শক্তিশালী সেক্যুলার কিন্তু গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী সেনাবাহিনী– সবাই তুরস্কের রাজনীতিতে নিজেদের ভাগের পিঠা নিয়ে ব্যস্ত। কেবল আসন্ন নির্বাচন নয়, বরাবরের জন্য এসব প্রশ্নের সুরাহা হওয়া প্রয়োজন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্কের রাজনীতিতে একটি মুখ্য ফ্যাক্টর। কট্টর জাতীয়তাবাদী দলগুলো ইইউতে যোগদানকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে ৭০ শতাংশ তুর্কি এই কুলীন সংস্থার সদস্য হতে আগ্রহী। অবশ্য এই আগ্রহ আজকের নয়, দীর্ঘ চার দশক ধরে তুরস্ক ইইউতে যোগ দেয়ার জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে। আর ইইউতে যোগদানের শর্ত হিসেবে তুরস্কের রাজনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগও হচ্ছে দেশটির ওপর। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ৮০'র দশকের পর তুরস্কে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে এলেও এখানে সাংবিধানিকভাবে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে বেশ কিছু সংস্কারের শর্ত যা সেনাবাহিনী মানতে নারাজ, রাজনীতিকদের পক্ষেও তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

তুর্কিদের নাকের সামনে 'ইইউ' নামক ঝুলন্ত মূলাটি ধরার যেসব শর্ত তার মধ্যে অন্যতম : বাকস্বাধীনতা, বিশেষত সেনাবাহিনীর সমালোচনাকে অপরাধ হিসেবে নেয়া যাবে না। এছাড়া, কুর্দি ভাষায় শিক্ষা ও রেডিও-টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারে নিষেধাজ্ঞার উত্তোলন। দক্ষিণ-পূর্বে কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে আরোপিত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্বের কুর্দিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে তুর্কি সরকার বরাবরই খড়্গহস্ত। দেশটিতে কুর্দি ভাষায় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কুর্দি ভাষা চালুর জন্য আদালতে পিটিশন দায়েরের পর বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কুর্দি নেতা আবদুল্লা ওসালানের মাথার ওপর ফাঁসির রজ্জু ঝুলছে যা কেবল ইইউ চাপে স্থগিত আছে।

তুরস্কে সন্তানদের কুর্দি নাম রাখার অপরাধে পিতা-মাতাকে জেলবন্দি করা হয়। এমনকি কুর্দি বর্ণলিপির 'w' কোনো তুর্কি প্রকাশনায় ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ তা 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'কে উসকে দেয়। ইইউর অন্য দাবিগুলোর মধ্যে আছে মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন বন্ধ। এছাড়া ইইউতে যোগদানের শর্ত

হিসেবে তুরস্কের প্রতি সাইপ্রাস সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চাপও দিয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় দেশসমূহ।

তুরস্কের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটে এসব দাবির প্রতি নজর দেয়ার সময় থাকার কথা নয়। কিন্তু সামনে ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনে ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে তুরস্কের সদস্যপদ নিশ্চিত করতে সম্প্রতি এই ডামাডোলের মধ্যেও তুর্কি পার্লামেন্ট বেশকিছু সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতি আহমেদ নেকদেত সেজার এতে সম্মতি দিলেই হলো। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থনৈতিক কারণেও ইইউ তুরস্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই চলমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা মোচনে তুরস্ক এসব ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

- কুর্দি ভাষায় সম্প্রদায় এবং স্কুলে কুর্দি ভাষা শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা উত্তোলন।
- যুদ্ধ ব্যতীত স্বাভাবিক সময়ে মৃত্যুদণ্ড রহিত।
- অ-মুসলিম ধর্মীয় ফাউন্ডেশনসমূহের জমি ও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দান।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতার সম্প্রসারণ, বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কারাদণ্ড রহিত।
- তুর্কি রেডিও-টিভিতে বিদেশী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি।
- ভিন্নমতাবলম্বী নাটক এবং প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
- ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের চাহিদা মোতাবেক সিভিল এবং ফৌজদারি আদালতে বিচারকৃত পুনরায় বিচারের সুযোগ পাবে।
- মানব পাচার ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি তুরস্ক সরকার খড়গ হস্ত

গত মাসে দক্ষিণ-পূর্ব কুর্দি প্রদেশে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয়েছে। কেবল ইরাক সীমান্তবর্তী দিয়ারবাকির ও সিরনাক অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি রাখা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি স্কুলগুলোয় কুর্দি ভাষায় পাঠদান ও বেসরকারি রেডিও চ্যানেলে কুর্দি অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া সাইপ্রাসের দুই অংশের মধ্যে আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য তুর্কি সাইপ্রিয়ট নেতা রউফ দেকতাশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে তুরস্ক ইইউর সদস্য পদ পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইইউ নেতারা এখনও এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আশ্বাস দেননি। বরং তুরস্ককে বেশি আশাবাদী না হবার পরামর্শ দিয়েছেন। এর অর্থ, তুরস্কের ভাগ্যে ইইউর শিকে নাও ছিঁড়তে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে বলা মুশকিল। আশাহত তুর্কিরা যে বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হবে না এমনটা বলা যায় না।

ক্ষমতায় আসছে ইসলামপন্থীরা

১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের মুসলমানিত্ব ঝেড়ে ফেলে দেশকে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিবর্তন করেছিলেন। সেই ধারা এখনও অব্যাহত হয়েছে। বিশেষত, দেশটির শক্তিশাল সেনাবাহিনী তুরস্কের সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে নজরদারি করে আসছে। মাঝখানে ১৯৯৬ সালে ইসলামপন্থী দলের প্রধান হিসেবে নেকমিতিন আরবাকান প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বটে। কিন্তু ১ বছর পরে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান তাকে শুধু ক্ষমতাচ্যুতই করেনি, তার দল ওয়েলফেয়ার পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, তুরস্কের সাম্প্রতিক সংকট দেশে দ্বিতীয়বারের মতো একটি ইসলামপন্থী দলের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে যাকে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করা হচ্ছে তিনি হলেন নবগঠিত 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' দলের প্রধান রিসেপ তায়িপ এরদোগান। 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' সংক্ষেপে তুর্কি ভাষায় যার অর্থ 'সাদা'– আসলে আরবাকানের 'ওয়েলফেয়ার পার্টি' থেকে বেরিয়ে আসা কিছু সদস্যকে নিয়ে গঠিত দল। এরদোগান '৯৪-'৯৯ সাল পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের মেয়র ছিলেন। সফল মেয়রের সুখ্যাতি তার নতুন দলের ইমেজ বাড়াতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তুর্কি জনগণ দলটি নিষ্কলঙ্ক ট্র্যাক রেকর্ডের ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন তিন দলীয় জোটের জনপ্রিয়তা যেখানে ১০ ভাগের নিচে, একে পার্টির জনপ্রিয়তা ২৪ শতাংশ, অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে দলটি এককভাবে না হলেও জোটবদ্ধভাবে সরকার গঠন করতে পারে।

এক্ষেত্রে সমস্যা অন্যখানে। এরদোগান যদিও বারবার বলছেন, তিনি পূর্বের আদর্শ থেকে যথেষ্ট সরে এসেছেন এবং তার দল কোনো কট্টর ইসলামী দল নয়। তবুও তুরস্কের অনেক রাজনৈতিক দল বিশেষত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তার ব্যাপারে সন্দিহান। তাকে নির্বাচনে ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনী ও অন্য ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে মাঠে নেমেছে। সম্প্রতি একটি আদালত রায় দিয়েছে, '৯৯ সালে ধর্মীয় উগ্রবাদকে উসকে দেয়ার জন্য তার চার মাসের কারাদণ্ডাদেশের কারণে এরদোগান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এছাড়া '৯২ সালে সেনাবাহিনীর সমালোচনা করার অপরাধে আরেকটি রাষ্ট্রদ্রোহীতা মামলা ও কথিত দুর্নীতির তদন্ত চলছে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইসলামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এরদোগানের বিজয়কে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়। এতে করে তুরস্কের রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে বৈ কমবে না।

যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাক্টর

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তো বটেই। যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই তুরস্কের রাজনৈতিক স্থিতি কামনা করে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পশ্চিম ও ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র তুরস্ক। দেশটি ন্যাটোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম উৎখাতের যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তুরস্কের ভূমি ব্যবহার ছাড়া সেই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট চলতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তুরস্ককে বাগে পাওয়া কঠিন হবে। কেননা, '৯১তে তুরস্ক বিনা বাক্য ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভূমি ব্যবহার করতে দিলেও এক যুগ পরে পরিস্থিতি ভিন্ন। কেননা তুরস্ককে উপসাগরীয় যুদ্ধের মূল্য চুকাতে হয়েছে গুনে গুনে। এক হিসাবে যুদ্ধের কারণে তুরস্কের বাণিজ্যে ৫ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। উপরন্তু, সাদ্দাম উৎখাত হলে ইরাকি কুর্দিরা বলতে গেলে স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়বে কুর্দিস্তানের দাবিতে সংগ্রামরত তুর্কি কুর্দিদের ওপর। এই হিসাব-নিকাশ যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক দু'দেশই করছে। ডিসেম্বরের ইইউ সম্মেলনের আগেই নবেম্বর নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র তাই চায় পশ্চিমাপন্থী কোনো সেক্যুলার দলই ক্ষমতায় আসুক।

শ্রীলংকা

টাইগার-সরকার আলোচনা

অবশেষে শ্রীলংকা সরকার ও তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার দিনক্ষণ ঘোষিত হলো। আগামী মাসের ১২-১৭ তারিখ ব্যাংককে এই আলোচনা হবে। আশাবাদীরা মনে করছেন, ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ ১৯ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের হয়তো একটি উপায় বেরিয়ে আসবে এই আলোচনা থেকে।

প্রায় ৭ মাস হতে চললো শ্রীলংকার সরকার ও তামিল বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবসানে ঐকমত্য হয়েছে। আলোচনা শুরুর কথা ছিল মে মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বারবার পিছিয়েছে। জুলাইয়ের প্রথমার্ধে ভারতের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা শ্রীলংকা সফর করে আলোচনা শুরুর তাগিদ দেন। থাই রাজধানী ব্যাংকক নির্বাচিত হয় আলোচনার নিরপেক্ষ ভেন্যু। ধারণা করা হচ্ছিল এই আগস্টেই বৈঠক শুরু হবে। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসেই শুরু হতে যাচ্ছে আলোচনা।

মাঝখানের সময়টুকুতে তামিল বিদ্রোহীরা যুদ্ধবিরতি মেনে চলছে। ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে যুদ্ধবিরতিকে আলোচনা শুরুর প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। যদিও এ সময়ের মধ্যে নরওয়ের মধ্যস্থতাকারীরা ৪০০ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে, যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে

আলোচনার এক পক্ষে আছে কুমারাতুঙ্গা-বিক্রমাসিংহে এবং অন্য পক্ষে প্রভাকরন

তামিল টাইগাররা দায়ী। এর মধ্যে আছে রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা এবং শিশুদের জোরপূর্বক বিদ্রোহী বাহিনীতে নিয়োগ। নরওয়ের শান্তি আলোচকরা তামিলদের শক্ত ঘাঁটি পূর্ব শ্রীলংকার বাটিকালোয়ায় দপ্তর নিয়ে কাজ করছেন। তাদের এক সদস্যের মতে, প্রতিদিন সকালে অপহৃত শিশুদের পিতা-মাতা অশ্রুসজল চোখে তাদের কাছে আসতেন। এছাড়া শ্রীলংকার পূর্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গেও টাইগারদের সম্পর্ক ভালো না। দেশটির জনসংখ্যার ৮ ভাগ মুসলমান। গত জুনে মুসলমান-তামিল সংঘর্ষে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছে। মুসলমানরা এজন্য দায়ী করেছে তামিলদের।

টাইগাররা মূলত এভাবেই যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি আলোচনার বিলম্বের সুযোগ নিচ্ছে। টাইগারদের নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্বে তামিলদের আলাদা রাষ্ট্র চান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলির বিরোধিতার মুখে কোনো লংকান সরকার তামিলদের এই সুযোগ দিতে রাজি হবেন তা কল্পনাও করা যায় না। বড়জোর টাইগারদের কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে পারেন যেখানে তামিলরা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। যদিও কলম্বোর কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছু তদারকি করবে।

অবশ্য প্রভাকরণ টাইগার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় 'ছায়া' তামিল রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা

এ সপ্তাহের বিশ্ব

ইন্দোনেশিয়ায় সংবিধান সংশোধন

৭০০ সদস্যের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভা ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তন অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। এর আগে ব্যবস্থাপক সভাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতো। এ ছাড়া পার্লামেন্টে সামরিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আল কায়েদা সদস্য হস্তান্তর

ইরান সে দেশে আশ্রয় নেয়া ১৬ জন সন্দেহভাজন আল কায়েদা সদস্যকে সৌদি আরবের হাতে তুলে দিয়েছে। এরা সবাই সৌদি নাগরিক। এই হস্তান্তরকে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে ইরানের অংশগ্রহণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বন্দীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়েও ইরান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এতোদিন অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছিলো, ইরান আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া আল কায়েদা ও তালেবান সদস্যদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে।

পূর্ববঙ্গ রেল বিভাজন

কেন্দ্রের পূর্ব রেল বিভাজনের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সিপিআই (এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই বিভাজনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে তৃণমূলের ডাকে রাজ্যজুড়ে বন্ধ পালিত হয়েছে। এ ছাড়া তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করা পর্যন্ত কেন্দ্রের এনডিএ জোটের বাইরে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। এ দিকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

খাতামির কাবুল সফর

ইরানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি এক ঐতিহাসিক সফরে আফগান

করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি বাহিনী জাফনা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার আগে সেখানে টাইগাররা যেমনটা করেছিল অনেকটা সেরকম। টাইগারদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের নাম 'ইলম' যা এখনো খাতা-কলমে লিপিবদ্ধ। ইলমের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত আছে। টাইগারদের নিজস্ব পুলিশ আছে এবং তারা সংক্ষিপ্ত বিচারের আয়োজন করে থাকে। তারা ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যদিকে মানিচেঞ্জারদের কম পরিমাণ লেনদেনের সুবিধা দিয়ে থাকে। এছাড়া দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের 'স্বেচ্ছা কর ব্যবস্থা'ও রয়েছে।

এই সবকিছুই প্রচলিত আইন বিরোধী। দ্বীপ দেশটির সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার একমাত্র নিয়ন্ত্রক শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বোর্ড কর ব্যবস্থার একক কর্তৃপক্ষ। সরকারের বক্তব্য, টাইগারদের করারোপ নির্যাতন ছাড়া আর কিছু নয়। এতোকিছুর পরও যে টাইগারদের মনমতো সবকিছু চলছে, তা নয়। তারা চায় লংকান সরকার এলটিটিই'র ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক। কিন্তু শান্তি আলোচনার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও টাইগাররা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের চোখে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবেই পরিচিত হবে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে তামিল টাইগারদের যেসব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল তা জব্দ করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সংগঠনটির প্রায় ৪০০ কোটি ডলার আটক করা হয়েছে। টাইগারদের বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে যদি তাদের অন্তত শ্রীলংকায় বৈধতা দেন, তবে টাকাগুলো ছাড় করানো যাবে। তবে প্রধানমন্ত্রী টাইগারদের প্রতি সদয় হবেন বলে মনে হচ্ছে না। শ্রীলংকার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ

স্বাধীনতার দাবি ছাড়তে নারাজ প্রভাকরন

সম্প্রদায় যে টাইগারদের সঙ্গে আলোচনার ঘোর বিরোধী, এ বিষয়ে তিনি সচেতন।

প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্প্রতি সরকারকে লিখিতভাবে তাদের ভীতির কথা জানিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, তামিল রাষ্ট্রের জন্য টাইগারদের আন্দোলন এক পর্যায়ে দ্বীপদেশটি থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতের কারণ হবে। শ্রীলংকায় ৮০০০ মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছেন। তারা শক্তিশালী। এই ভিক্ষুদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের ওপর যেকোনো সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় তা ব্যবহৃত হয়। প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে নিজেও নেতৃস্থানীয় অ্যাংলিকান পরিবারের সন্তান। তাই বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি সহানুভূতিহীন হতে চাইবেন না।

এছাড়া তিনি এ বিষয়ে অবগত যে, আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার ভারতও স্বতন্ত্র তামিল ভূমি চায় না কোনোক্রমেই। সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভারত এখন টাইগার নেতা প্রভাকরণের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রেখেছে। অতএব, টাইগারদের সঙ্গে যেকোনো চুক্তিতে ভারতের সমর্থন অপরিহার্য।

সামনের মাসেই প্রভাকরণের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন বিক্রমাসিংহে। কয়েকটি বিষয়ে তিনি দর কষাকষির সুযোগ পাবেন। এর অন্যতম টাইগারদের জনশক্তি হ্রাসের ব্যাপারটি। গৃহযুদ্ধ শুরুর আগে তামিলরা শ্রীলংকার মোট জনসংখ্যার ১২ ভাগ ছিল। পরবর্তীতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশায় ৫ লাখ তামিল উত্তরাঞ্চল ত্যাগ করে বিদেশ পাড়ি জমিয়েছে। আরও ২ লাখ শ্রীলংকার দক্ষিণাংশে আশ্রয় নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তামিলদের জনসংখ্যা কমে মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, যা দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমান। শ্রীলংকার জাতিভিত্তিক মানচিত্রের এই নতুন বিন্যাস প্রভাকরণের দুশ্চিন্তার কারণ নিঃসন্দেহে।

দুশ্চিন্তার আরেকটি কারণ উত্তরে টাইগারদের শক্তিকে চ্যালেঞ্জকারী স্থানীয় যুদ্ধবাজদের উত্থান। সমস্যা সৃষ্টির মতো যথেষ্ট গেরিলা টাইগারদের ভাণ্ডারে থাকলেও পুরো দ্বীপের ১৩ শতাংশ এলাকায় নজরদারি করার মতো লোকবল তাদের নেই। প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাসিংহে এই সুযোগটি নিতে পারেন। এখন অপেক্ষার পালা, আসন্ন শীর্ষ বৈঠকে প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ কোন পক্ষ কতোটা কাজে লাগাতে পারে, তা দেখার।

হাসান মূর্তাজা

রাজধানী কাবুল পৌঁছেছেন। তালেবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সহায়তাদানকারী তেহরান সরকারের এ সফর পশ্চিমারা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। প্রেসিডেন্ট খাতামি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য ৫০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইউরোপ জুড়ে ভয়াবহ বন্যা

ইউরোপ জুড়ে স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যায় প্লাবিত হয়েছে চেকশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়াসহ আরও অনেক দেশ। এর ফলে প্রায় ৪০ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রাগ, ড্রেথডেম, হেইডেনাউ, শেমনিজ, লিমজিগ, ব্রান্ডেনবার্গসহ বেশ কিছু শহর ১৫-২০ ফুট পানির নিচে। ফলে বহু পর্যটন কেন্দ্র ও পুরাকীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা করছেন। আলবা, দানিয়ুব ও ভ্লাতাভা নদীর পানি এখনও প্রায় ৮-১০ মিটার উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

পাকিস্তানে সরকার সমর্থক জোট

আসন্ন অক্টোবর নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানে বিভিন্ন সরকার সমর্থক দল ও গোষ্ঠী 'গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স' নামে একটি সরকার সমর্থিত জোট গঠন করেছে। তবে জোটের সভাপতি এখনও নির্বাচিত হয়নি। পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাজি) এই জোটের শরিক। জোটের সদস্যরা আসন্ন নির্বাচনে আসন ভাগাভাগিতে সম্মত হয়েছে। এ দিকে জামায়াতে ইসলামী ও পিপলস পার্টি (পার্লামেন্টারিয়ানস) যৌথভাবে '৭৩-এর সংবিধান চালুর দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে নতুন এক নির্বাচনী আইনে নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু মুখ্যমন্ত্রীদের পদ থেকে পদত্যাগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন আলোচনা

দু'মাসের মধ্যে ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনিদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজের এক সহকারী ও পাঁচ ফিলিস্তিনি মন্ত্রীর মধ্যে এ আলোচনা হয়। এতে ৩০ কোটি ডলারের ফিলিস্তিনি তহবিলের দেড় কোটি ডলার ছাড় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বৈঠকে। ফিলিস্তিনিদের এই তহবিল ইসরায়েল আটকে রেখেছে। এ দিকে ইসরায়েল শীর্ষ ফিলিস্তিনি নেতা মারওয়ান বারগুতির বিচার শুরু করেছে।